



দেশলাই কাঠির জন্য বারংদের সঙ্গানে টেকি সাফি

খানিকটা হতাশ, আমি সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র নই, মনোবিজ্ঞানেরও নই। নিতান্তই একজন কিশোর, আমি খুব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারবো না। আমি হয়তো এগুলোর মূল খুঁজে পেতে ব্যর্থ হব, কিন্তু কিছু ঘটনা চোখের সামনে ঘটে চলেছে যা দেখে এই সমাজের উপর বমি উগরে দিতে ইচ্ছে করছে কিন্তু আমরা ম্যাঙ্গো পিপল-আমজনতা। আমরা কি করতে পারি? না অনেক কিছুই করতে পারি, এবং করার সময় এসেছে। আসলে সময় এসেছে বলা ভুল হবে সময় সবসময়ই ছিল কিন্তু গায়ে মাখি নি। এখন এগুলো গায়ে এসে পড়ছে, এখন দায়িত্বটা বিকট চোখে তাকিয়ে আছে, এর চোখ রাঙানি বন্ধ করতে হলে দায়িত্বটা নিজ ঘাড়ে না তুলে নিলে সর্বনাশ ঘরের দোরে অপেক্ষা করছে।

আমি ফেসবুকে অবাক হয়ে দেখলাম গায়ে ওড়না দে, ওড়না না পরা মেয়েদের ইভ-টিজিং করা লিগ্যাল - এই ধরনের পেজগুলোতে হাজারে হাজারে ফ্যান। কিছু পেজে হাজার দশকেরও উপরে। ওয়ালপেপার আর মন্তব্যগুলো দেখে আমার মাথায় হাত, হায় এ কোন মধ্যযুগীয় অবস্থারে বাবা! মেয়েরা

আবার উলটো খুলে বসেছে, পোলাদের প্যান্ট খুইল্যা পড়তাসে ক্যান? এইটা দেখেও হা করে বসে আছি, হচ্ছে কী?

আমার নিজের কথা আগে বলি, আমি সাদাসিধে, আমার ফ্যশনজ্ঞানকে চলিত ভাষায় বুঝাতে গেলে বলতে হবে “খেত”, বোলা বোলা শাট পরি এখনো। আমার বোন নেই কিন্তু মা আছে, বোরখা পরেননা কিন্তু পোশাক কম রক্ষণশীল নয়। কিন্তু তারপরও আমার নিজের বাপের খেয়ে গবেষণা করার সময় নেই কে ওড়না বুকে দিচ্ছে কে গলায় দিচ্ছে, কে আভার-প্যান্ট প্যান্টের উপরে পরছে কে নিচে পরছে। আমার সাফ সাফ কথা, যে যা ইচ্ছা পরছে তাতে তোমার বাবার কী? তরুণ ছেলেগুলো আমার দিকে তেড়ে আসবে, এহ আপনি বুবোন কিছু? রাস্তায় চলতে গেলে আশে পাশে তাকালেই আমাদের থাড়িয়ে যায়! মাইয়ারা এমনে চলবো ক্যান? তাও কথা তো বাবাজীদের কাছে আমার দুইটা প্রশ্ন থাকে, এক, এতই যখন সমস্যা তাহলে আশে পাশে না তাকাইলে হয় না? আর সমস্যাটা তো আপনার, আবার আপনিই জোর গলায় ওড়না পরার আদেশ দেন কোন অধিকারে?

এর মধ্যে দেখি অনেক স্বয়ংবিত ভালমানুষগুলোও আছেন, তাদের কথা, না বোরখা পরতে বলছিন কিন্তু ওড়নাটা ঠিক মত পরা উচিত। এইটা আরেক সমস্যা, এভাবে যে এরা গোঁড়াদের সমর্থন দিয়ে দিচ্ছেন তা খেয়াল করেন না। কারণ আজকে ওড়না, কালকে পায়জামা, পরের দিন বোরখা, তারপর কোথায়? টিনের বাস্তে ঢুকিয়ে দেওয়া হোক।

এইখানে আমি আবার আক্রান্ত হবো এমন যুক্তি দিয়ে যেটার বিরুদ্ধেই লিখছি, সেটা হল আমাকে চিহ্নিত করা হবে ভেগবাদী হিসেবে, আমাকে বলা হবে, আরে ব্যাটা বুবিস না? এই ছোকরাই আসলে নারীবক্ষ দেখার পক্ষে তাই মেয়েদের ওড়না পরার বিরোধিতা করছে। লে হালুয়া, আমি লিখছি ব্যক্তি-স্বাধীনতা নিয়ে আর আমাকেই ফাঁসিয়ে দেওয়া হল উলটো যুক্তি দিয়ে। কিন্তু খেয়াল করে দেখুন, আমি বলছি না সব ন্যাংটো হয়ে ঘুরো, আবার আমি বলছি না সবাই বস্তার মধ্যে ঢুকে হাঁটো। আমি বলছি যে যার মত থাকুক না বাবা, আমার গায়ে লাগছে কেন? কেউ বেছায় বস্তা পরে হাঁটলে আমার আপত্তি নেই, আবার কেউ ন্যাংটো হয়ে হাঁটলেও নেই। সমাজের একটা নিজস্ব গতি আছে, এখানে পরিবর্তন আসবেই, পোশাকও এর বাইরে যাবেনা, এটাতেও পরিবর্তন আসবেই। তাই কাউকে ওড়না পরতে জোর করা, নইলে ইভ-টিজিং এর হৃষকি দেওয়াটা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ না। কথা দুটো বলতে গিয়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতা এসে পড়লো, এই ফাঁকে দুইটা কথা বলে নিই। একদল লোক ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা শুনলেই আঁতকে ওঠেন, আবার এর জন্য অনেক সময় শুনতে হয়েছে আপনি ইমপ্র্যাকটিক্যাল। যদি জিজেস করা হয় কেন? বিজ্ঞদের উত্তর হবে এরকম কারণ আপনার কথা



দেশলাই কাঠির জন্য বারংদের সঙ্গানে টেকি সাফি

খানিকটা হতাশ, আমি সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র নই, মনোবিজ্ঞানেরও নই। নিতান্তই একজন কিশোর, আমি খুব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারবো না। আমি হয়তো এগুলোর মূল খুঁজে পেতে ব্যর্থ হব, কিন্তু কিছু ঘটনা চোখের সামনে ঘটে চলেছে যা দেখে এই সমাজের উপর বমি উগরে দিতে ইচ্ছে করছে কিন্তু আমরা ম্যাঙ্গো পিপল-আমজনতা। আমরা কি করতে পারি? না অনেক কিছুই করতে পারি, এবং করার সময় এসেছে। আসলে সময় এসেছে বলা ভুল হবে সময় সবসময়ই ছিল কিন্তু গায়ে মাখি নি। এখন এগুলো গায়ে এসে পড়ছে, এখন দায়িত্বটা বিকট চোখে তাকিয়ে আছে, এর চোখ রাঙানি বন্ধ করতে হলে দায়িত্বটা নিজ ঘাড়ে না তুলে নিলে সর্বনাশ ঘরের দোরে অপেক্ষা করছে।

আমি ফেসবুকে অবাক হয়ে দেখলাম গায়ে ওড়না দে, ওড়না না পরা মেয়েদের ইভ-টিজিং করা লিগ্যাল - এই ধরনের পেজগুলোতে হাজারে হাজারে ফ্যান। কিছু পেজে হাজার দশকেরও উপরে। ওয়ালপেপার আর মন্তব্যগুলো দেখে আমার মাথায় হাত, হায় এ কোন মধ্যযুগীয় অবস্থারে বাবা! মেয়েরা

আবার উলটো খুলে বসেছে, পোলাদের প্যান্ট খুইল্যা পড়তাসে ক্যান? এইটা দেখেও হা করে বসে আছি, হচ্ছে কী?

আমার নিজের কথা আগে বলি, আমি সাদাসিধে, আমার ফ্যশনজ্ঞানকে চলিত ভাষায় বুঝাতে গেলে বলতে হবে “খেত”, বোলা বোলা শাট পরি এখনো। আমার বোন নেই কিন্তু মা আছে, বোরখা পরেননা কিন্তু পোশাক কম রক্ষণশীল নয়। কিন্তু তারপরও আমার নিজের বাপের খেয়ে গবেষণা করার সময় নেই কে ওড়না বুকে দিচ্ছে কে গলায় দিচ্ছে, কে আভার-প্যান্ট প্যান্টের উপরে পরছে কে নিচে পরছে। আমার সাফ সাফ কথা, যে যা ইচ্ছা পরছে তাতে তোমার বাবার কী? তরুণ ছেলেগুলো আমার দিকে তেড়ে আসবে, এহ আপনি বুবোন কিছু? রাস্তায় চলতে গেলে আশে পাশে তাকালেই আমাদের থাড়িয়ে যায়! মাইয়ারা এমনে চলবো ক্যান? তাও কথা তো বাবাজীদের কাছে আমার দুইটা প্রশ্ন থাকে, এক, এতই যখন সমস্যা তাহলে আশে পাশে না তাকাইলে হয় না? আর সমস্যাটা তো আপনার, আবার আপনিই জোর গলায় ওড়না পরার আদেশ দেন কোন অধিকারে?

এর মধ্যে দেখি অনেক স্বয়ংবিত ভালমানুষগুলোও আছেন, তাদের কথা, না বোরখা পরতে বলছিন কিন্তু ওড়নাটা ঠিক মত পরা উচিত। এইটা আরেক সমস্যা, এভাবে যে এরা গোঁড়াদের সমর্থন দিয়ে দিচ্ছেন তা খেয়াল করেন না। কারণ আজকে ওড়না, কালকে পায়জামা, পরের দিন বোরখা, তারপর কোথায়? টিনের বাস্তে ঢুকিয়ে দেওয়া হোক।

এইখানে আমি আবার আক্রান্ত হবো এমন যুক্তি দিয়ে যেটার বিরুদ্ধেই লিখছি, সেটা হল আমাকে চিহ্নিত করা হবে ভেগবাদী হিসেবে, আমাকে বলা হবে, আরে ব্যাটা বুবিস না? এই ছোকরাই আসলে নারীবক্ষ দেখার পক্ষে তাই মেয়েদের ওড়না পরার বিরোধিতা করছে। লে হালুয়া, আমি লিখছি ব্যক্তি-স্বাধীনতা নিয়ে আর আমাকেই ফাঁসিয়ে দেওয়া হল উলটো যুক্তি দিয়ে। কিন্তু খেয়াল করে দেখুন, আমি বলছি না সব ন্যাংটো হয়ে ঘুরো, আবার আমি বলছি না সবাই বস্তার মধ্যে ঢুকে হাঁটো। আমি বলছি যে যার মত থাকুক না বাবা, আমার গায়ে লাগছে কেন? কেউ বেছায় বস্তা পরে হাঁটলে আমার আপত্তি নেই, আবার কেউ ন্যাংটো হয়ে হাঁটলেও নেই। সমাজের একটা নিজস্ব গতি আছে, এখানে পরিবর্তন আসবেই, পোশাকও এর বাইরে যাবেনা, এটাতেও পরিবর্তন আসবেই। তাই কাউকে ওড়না পরতে জোর করা, নইলে ইভ-টিজিং এর হৃষকি দেওয়াটা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ না। কথা দুটো বলতে গিয়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতা এসে পড়লো, এই ফাঁকে দুইটা কথা বলে নিই। একদল লোক ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা শুনলেই আঁতকে ওঠেন, আবার এর জন্য অনেক সময় শুনতে হয়েছে আপনি ইমপ্র্যাকটিক্যাল। যদি জিজেস করা হয় কেন? বিজ্ঞদের উত্তর হবে এরকম কারণ আপনার কথা

আছে, আমি বুঝাতে চাচ্ছি, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির সাথে এদের পরিচয় ঘটেনা কোনোদিন। ফলে এরা দেখতে শিক্ষিত মনে হলেও এদের আচরণ থেকে যায় বর্বর মধ্য-যুগীয়।

২) বিশাল একটা সংখ্যা গোঁড়া এবং রেইন ওয়াশড। এদের মনে বদ্ধমূল ধারণা বোরখা, আর পাঞ্জাবীই সব সমস্যার সমাধান। আসলেই কি তাই? আমার তো মনে হয়, এদেশের সকল নারীকে বোরখার তলে নিয়ে আসলেও ধর্ষণকারীরা বসে থাকবে না। এরা ছেলে-বুড়া, বোরখা-টপস নির্বিশেষে ধর্ষণ করে।

আবার পুরনো প্রসঙ্গে যাই, যারা বলেন খোলামেলা পোশাক তাদের যৌনতাকে উত্তেজিত করে দেয়, তারা যুগান্বরেও চিন্তা করে দেখেছে কি সবাইকে বোরখা পরান হলেও একসময় বোরখা দেখেছে বোরখা-নিচে-কী-গো-সই চিন্তা থেকেই তাদের যৌন কামনা উত্তেজিত হবে তখন? দরকার মানসিকতার পরিবর্তন, মানসিকতার পরিবর্তনে দরকার বিবেক, বিবেক গঠনে দরকার শিক্ষা এবং বৈষম্য-মুক্ত পরিবেশ।

৩) এরা বৈষম্যের স্বীকার এবং লুজার। লুজার এর বাংলা করতে গেলে আবেদন হারাবে ভেবে সোজাসুজি লুজার বলছি। আমার কলেজে ছেলে-মেয়েরা একই সাথে ক্লাস করে। আমার কলেজে আমি ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ থেকে দেখেছি যারা এরকম বিকৃত মৌন-রূচিতে ভুগছে, কলেজ থেকে বের হয়েই রাস্তার পাশে দাঁড়ায় এরা ছোট থেকেই ছেলে-মেয়ে বৈষম্যের স্বীকার। সারাজীবন বয়েজ-অনলি স্কুলে পড়ালেখা করেছে এখন একটু বড় হওয়াতে “মেয়ে” ব্যাপারটা তাদের কাছে একটা রহস্যমূলক, লোভনীয় জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং বেশিরভাগ-ক্ষেত্রে এরা মেয়ে-বন্ধুহীন, এদের বন্ধু সার্কেলে কোন মেয়ে থাকে না, তাই মেয়েদের প্রতি কোন প্রকার শ্রদ্ধাবোধ, বন্ধুত্ব-বোধ থাকেনা এদের। একাকীভুত্ত মানুষকে যেমন ঠেলে দিতে পারে সিরিয়াল কিলিং এর পথে তেমনি পারে ইভ-টিজিং এর দিকে ঠেলে দিতে, ইভ-টিজিং দেখে মজা পাওয়ার দর্শকের কাতারে।

৪) শিক্ষক ও অভিভাবকদের চরম উদাসীনতা। আমি বুঝি না, দিনে যেখানে ছাবিশ ঘণ্টা এটা করতে, ওটা না করতে, এখানে যেতে, ওখানে না যেতে বলতে বলতে শিক্ষক এবং অভিভাবক দুই শ্রেণীই মুখে ফেনা তুলে ফেলেন সেখানে ছেলেদের একবার, দুইবারও কেন এসব নিয়ে বলেন না? কোনটা ঠিক কোনটা ভুল তা নিয়ে বলে না? এটা-তো মৌন সম্পর্ক স্থাপনের সময় কনডম ব্যবহার করার মত কোন গোপন বিষয় না যে তাদের এনিয়ে দুটো কথা বললে অস্তিত্বে পেট ফেটে যাবে। সমস্যা গায়ে এসে পড়ছে তারপরও শিক্ষকেরা অবাক করে দিয়ে নীরব থাকছেন, এটা মোটেও

কাম্য নয়।

কলেজে প্রি-টেস্ট পরীক্ষা, তাই আরও বড় করে লেখার ইচ্ছা থাকলেও সম্ভব হল না। এগুলো সব আমার ব্যক্তিগত অভিমত এবং পর্যবেক্ষণ, তাই সবগুলোই যে সবার জন্য প্রযোজ্য বা সত্য হবে তা দাবি করছি না। আর আমি চাই আলোচনা চলুক, সমস্যার মূল চিহ্নিত করে সমাধানের পথ খোঁজার আবেদন জানাচ্ছি সকলের প্রতি। তৈরি হোক ব্যাপক জনসচেতনতা। আর আমি ভাল লিখতে পারি না, কিন্তু সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো নিয়ে মুক্তমনায় আর মুক্তাবেষায় কেউ লিখছে না দেখে মন খারাপের কথাটুকুও জানিয়ে গেলাম।

টেকি সাফি, মুক্তমনার কনিষ্ঠ কিশোর ব্লগার, আগ্রহ বিজ্ঞান এবং দর্শন বিষয়ে। সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধেও তার কলম সোচার।

